দান্তে, রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ স
াদৃশ্যের সন্ধানে

তণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা কাব্যে দান্তের প্রচ্ছায়া

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যানুসরণ বা পাশ্চাত্য প্রভাবেরইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শেক্সপীয়রই সব চেয়ে বেশি অনুসৃতহয়েছেন—কাব্য, নাটক ও উপন্যাসে। এরি পাশে কাব্যে মহাকবি দান্তেও পেত্রার্কা দুই ইতালিয়ান কবি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকরেছেন এও দেখা যায়। মহাকবি গ্যেটের কথাও আমরা বিস্মৃত হচ্ছি না। তবুপরিসংখ্যান নিলে শেক্সপীয়রের পর দান্তের ভূমিকা সর্বাধিক বলা বোধ হয় অসংগত ভাষণ হবে না।

ঐতিহাসিক সূত্র মেনে নিলে,মধুসূদন দত্তই প্রথম বাঙালিকে দান্তে সম্পর্কে অবহিত করান, মনে হয়।তাঁর মেঘনাদ বধ ক াব্যের অষ্টম সর্গে বর্ণিত প্রেতপুরীদান্তের ইন্‌ফার্নো প্রভাবসঞ্জাত একথা প্রাজ্ঞ সমালোচকদের।মধুসূদনও সেই ঋণ অস্বীক ার করেন নি। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেদান্তে-বন্দনায় আছে মধুকবির বিনম্র প্রণিপাত ঃ

নব কবিকুল-পিতা তুমি,মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে।তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃজাগিলা ভারতী।

মধুসূদনের পদাঙ্কঅনুসরণ করে মহাকবি হতে চেয়েছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছিলেন বৃত্রসংহারকাব্য। কিন্তু খণ্ড কবিতায় তাঁর সিদ্ধি কম ঈর্ষণীয় ছিল না। তবু গীতিকবিহেমচন্দ্রকে বাঙালি পাঠক সেইভাবে মনে রাখে নি। কাব্যরচনায় তিনি মনস্কযুক্তিবাদী, সজাগ ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর দশমহাবিদ্যা কাব্যটি।নিছক তন্ত্র-পুরাণের অনুসারী না হয়েএখানে তিনি দশমহাবিদ্যার সঙ্গে মানবসমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তন ও তার রূপদেখিয়েছেন। এই ভাবনা নিঃসন্দেহে আধুনিক। একইভাবে ছায়াময়ী কাব্যটিওসচেতন কবি-শিল্পীর রচনা। এই কাব্যের বিজ্ঞাপনে কবি লেখেন—

"প্রসিদ্ধইউরোপীয় কবি দান্তে লিখিত 'ডিভাইনা কমেডিয়া' নামকঅদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার ম ানসে, আমি এইক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি।"

অর্থাৎ এই প্রথম বাঙালি পাঠককে পূর্ণাঙ্গ দান্তেররূপ দেখাবার আয়োজন করা হল।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দেপ্রকাশিত ছায়াময়ী কাব্য সাতটি পল্লবে বা সর্গে বিভক্ত।প্রস্তাবনা অংশে আছে ভয়ানক নদীতীরের একশ ান বর্ণনা। যা পড়েঅক্ষয়কুমার সরকার বলেছিলেন—"ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশানবর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাংলা ভাষায় অতুল্য।" এরপর পল্লবে পল্লবেমৃত্যু ও পরলোকের চিত্র বিস্তৃত হয়েছে। দেবী ও দেহধারী মিলে বর্ণিতহয়েছে নরকের রূপ। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী পাপের চরম দণ্ড দেখানো হয়েছে। দেশ-বিদেশেরপাপী তাপীর নানা অবস্থা ও অবস্থান কবি দেখিয়েছেন ;শকুনি, অ্যান্টনি, নিরো, সিরাজউদ্দৌলা সকলের পাপভোগের চিত্রই কবিদেখিয়েছেন। কবির বর্ণনায় পাপী ও শাস্তির ছবিগুলি এইরকম—

১. কবন্ধসদৃশ সব
   বক্র গ্রীবা ক্ষীণ রব
   পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে, পৃষ্ঠভাগেচায়।
২. ছিন্ন গ্রীবাসহ তুণ্ড
   অন্য কাঁধে বসে মুণ্ড,

কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ-দর্শন।

৩. জড়ীভূত শীর্ণকায়া
সেইসব জীব-ছায়া
নিশ্চল-নির্বাক—যেন ভুজঙ্গ তুষারে।

দেবীররূপকল্পনায় এসেছে বিয়াত্রিচের ছায়া—

কিরণের রেখা-মত
শোভাকরি নীলপথ
সুধাগন্ধেবায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি।

সপ্তমপল্লবে আত্মপরিচয় দিয়ে দেবী অন্তর্হিতা হয়েছেন। আর দেহধারী এ কিস্বপ্ন, এ কি মায়া ভাবতে ভাবতে বিস্মিত নির্বাক হয়ে যায়।কাব্যের সমাপ্তি ঘটে। স্বপ্নময়তা অথবা স্বপ্নভঙ্গের বিহ্বলতায় হেমচন্দ্র যেখানে দান্তে স্পৃষ্ট হয়েওকীট্‌সীয় অনুভূতির দোসর, সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে অনেকখানি দান্তে অনুগামী। *Western Influence on 19th Century Bengali Poetry* গ্রন্থে এইচ. এম. দাশগুপ্ত বলেছেন—''....it has ideas and imaginative visions which arerather Dantesque, but has a final, mysticism which is wholly Vedantic.'' হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর মতে 'thevery "style" of the Italian epic has been carefully adopted.'

দান্তেকেআত্মসাৎ বা স্বীকরণ করা হেমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলা কাব্যে মধুসূদনও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সেই মহাপ্রতিভার দোসর। মেঘনাদবধ কাব্যে-রঅষ্টমসর্গে নরকবর্ণনায় মধুসূদন বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সেকালেরবিশিষ্ট সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

''মেঘনাদেমিলটনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। .....বৃত্রসংহারে তেমনইদান্তের ইন্‌ফার্নোর গন্ধ পাওয়া যায়। .....কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবারপ্রয়াস পাইয়াছেন, পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্মহইয়াছেন''।

ডঃউজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রন্থে তুলনা করে দেখিয়েছেন দান্তের বর্ণনা অনুসরণে দুইকবির সাফল্য ও ব্যর্থতা কতখানি।

দান্তে— Woeto you, depraved spirits!
Icome to lead you.....into the
eternaldarkness, into fire
andice. (InfernoIII)

মধুসূদন— অস্থিচর্মসারদ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বররোগ।কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণতনু
থরথরি,ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি। (মেঘনাদবধ/অষ্টমসর্গ)

হেমচন্দ্র— দুঃখে বাস,ধূমময় গাঢ়তর তমঃ
মুহূর্তেমুহূর্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধুনাদশিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পনহিমস্তূপ চারিদিকে। (বৃত্রসংহার/প্রথমসর্গ)

দান্তে ও রবীন্দ্রনাথ

মধুসূদনেরপর রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত দান্তে প্রসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন, ভেবেছেন বেশিরকম। যেমন, মহাকবি গ্যেটেকে নিয়েও ছিল তাঁর নানা অনুধ্যান। ইংরেজি ভাষাও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে টেন প্রভৃতিগ্রন্থকার রচিত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়েন ও প্রবন্ধাদিলেখেন। অ্যাংলো-স্যাকসন সাহিত্য, অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্যের পাশাপাশি তিনিপেত্রার্কা, গ্যেটে, দান্তেকে নিয়েও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। যার মধ্যে''বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য'' (ভারতী,ভাদ্র, ১২৮৫) উল্লেখযোগ্য। মেঘনাদবধ পড়ার সময় দান্তেরইনফার্নোর তুলনা তাঁর পাঠে দেখা যায়। তাঁর দান্তে পাঠেরপ্রামাণ্য তথ্য দিয়েছেন ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁর রবীন্দ্র-অন্বেষাগ্রন্থে। পরবর্তী কালে দোখি, কবির ছবি

নিয়ে বিদেশে যখন আলোচনাচলেছে, তখন কবির আত্মপ্রতিকৃতি মস্কো স্টেট মিউজিয়মে (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) দেখে সমালোচক জানতে চান, "এই পোর্ট্রেট কি দান্তের?" কবি ছবিটি তাঁরই জানালেওক্যাটালগে ১৩২ সংখ্যক ছবিটির নাম রাখা ছিল কিন্তু "দান্তে"। অর্থাৎ রবীন্দ্রমানসে গোচরে বা অগোচরেদান্তের অভিঘাত সক্রিয় ছিল বলা যায়; ভাবা যায়। অজস্রঅনুবাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর কবি-মনোভূমি গড়ে তুলেছিলেন, তেমনিকবিভাষা খুঁজেছিলেন। দান্তের কাব্য ানুবাদে তিনি পেয়েছেন তাঁরআত্মভাব ও ভাবনা। যদিও ইতালীয় ভাষায় নয়, ইংরেজি ভাষায় তাঁকেদান্তে পড়তে হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর খেদোক্তি—

"Whenl was young I tried to approach Dante, unfortunately through an Englishtranslation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Danteremained a closed book to me."

রবীন্দ্রপঠিত দান্তের বইটির সম্প্রতি সন্ধান পেয়েছেনউজ্জ্বলকুমার মজুমদার। তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে জানিয়েছেনবিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে বইটি আছে যা প্রমথ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকেপাওয়া। বইটির নামপত্র এইরকম—

*The Chandos classics/The Vision/or Hell, Purgatory andParadise/of/Dante Allighieri/*Translatedby/ Rev. H. F. Cary A. M. London/1814.

কবিরজীবনী পাঠে এও জানা যায়, বোম্বাইয়ে দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকার সময়বিদেশী কাব্যপাঠ, কবি-জীবনী পাঠ যখন তাঁকে কবিমানসের উপাদান যোগাচ্ছে,তখনই আন্না তড়খড়ের সঙ্গে প্রণয় তাঁকে প্রেমিককবিতেরূপান্তরিত করেছে। আন্না তাঁর কাছে 'আপন মানুষেরদূতী' এবং কবির নিজস্ব ভাষায় 'নলিনী'। যার উদ্দেশে গান লেখাহয়—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। আরো পরেব্রহ্মসংগীতে তা রূপান্তরিত হয়েছে। মর্ত্য প্রেম অমর্ত্য মহিমাপেয়েছে। এই নলিনীর পাশে আমরা বিরাত্রিচেকে ভাবতে পারি।দান্তে-বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"ইতালির এইস্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ অধ্যায়পর্য্যন্ত বিয়াত্রিচে। .....বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবনকাব্যেরনায়িকা।"

পরেআরো লিখেছেন—

"রূপক প্রভৃতিরদ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃতকরিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্রবলিয়া প্রতিভাত হয়।"

নলিনী কি রবিকবিরকাব্যে, গানে এমনই শুচিস্মিতা হয়ে ওঠে নি? সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে বিষাদ, বেদনা এবং হৃদয়অরণ্যে যে পথ হারানো, তাওদান্তে-সঞ্জাত। ডিভাইন কমেডি-র শুতেই দান্তেলিখেছেন—

Nel mezzo delcammindinostra vita
mi ritrovai per unaselva oscura
Ché la dirtta via erasmarrita.

এই মর্ত্যজীবনের মাঝপথে
নিজেকে দেখি এক নিরন্ধ্র বনে
আর সোজা পথটি যায় হারিয়ে (চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ)

ছবি ও গান কাব্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি ভালোকরে
দেখিতেনা পাই—
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায়, ফুলফোটে
পথজানি নাই। (নিশীথজগৎ)

এই পথ হারানো পথিক শেষ পর্যন্তউদ্ধার খুঁজে পেয়েছেন প্রেমে এবং নারীতে। বিয়াত্রিচে দান্তের মানসসুন্দরী—উজ্জ্বলউদ্ধার। রবীন্দ্রনাথ নলিনী বা আন্না থেকে নতুন বৌঠান কাদম্বরীতে মন নিবেদনকরেছিলেন। হে, হেকেটি ইত্যাদি কতভাবে বৌঠানকে ডেকেছেন, গ্রন্থউৎসর্গ করেছেন। স্বীকার করেছেন—"আমি নানামুখ পানে আঁখিমেলে চাই/তোমা পানে চাই স্বপনে।" সেই স্বপ্ন ওস্বপ্নচারিণী বিয়াত্রিচের মতোই অধরা। সামাজিক, নৈতিক নানা বাধাসেখানে। তাই 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে/তাহে ভালোবাসা দিয়ে'মানসী মূর্তি গড়ে নিতে হয়। মানসী কাব্য লেখার পর্বে তিনি যে বেদনা ওবৈরাগ্য অনুভব করেছিলেন, তা আসলে প্রেমের কণ কোমলতার ছোঁয়া।'আমার ভালোবাসার লোক কই?' চিঠিতে প্রশ্ন

যখনকরছেন, তখন মেনেও নিচ্ছেন তাঁর মানসী—'আর্টিস্টের হাতেরচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা'। দান্তে নরকথেকে স্বর্গে গেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোধূলিবেলায় যাকে দেখেছেন, সেছলনাময়ী। অবশ্য জীবনের প্রভাত ও মধ্যাহ্ন জুড়ে তিনি তাঁর বাঞ্ছিতারবা লীলা-সঙ্গিনীর সান্নিধ্য পেয়েছেন। স্মৃতি সতত সুখের হয়েছে। মানসীকাব্যে যেজন্য বলেছেন—

শুধু স্বপ্ন, শুধুস্মৃতি
তাই নিয়ে থাকি নিতি।

এদিক থেকে দেখলে মানসী কাব্যরবীন্দ্রনাথের, 'ভিটানুভা'।

দান্তে-বিশেষজ্ঞচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন (দ্র. দান্তে আলিগিএরি,১৩৭৬) গ্রন্থ বা বই য়ুরোপে প্রতীকী মর্যাদা পেয়েছে।দান্তের লেখায় তা আরো গুত্বপূর্ণ। ডিভাইন কমেডি-তেবিয়াত্রিচে প্রসঙ্গে দান্তে বলেন,

'আমিতার অন্তরতম গভীরে দেখলুম বিশ্বের
সবছড়ানো পাতা জড়, প্রেমের মধ্যে বাঁধা একটি বইয়ে।"
(পারাদিজো/চঞ্চলকুমারচট্টোপাধ্যায় অনূদিত)

মানসী কাব্যেরবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ-প্রতীক অন্যভাবে এনেছেন—

তুমি কি করেছ মনে দেখেছপেয়েছ তুমি
সীমারেখামম?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদিঅন্ত শেষ করে
পড়াপুঁথি-সম? (আমারসুখ)

গ্রন্থ শেষপর্যন্ত দান্তের কাছে'জ্যোতি' হয়ে উঠেছে। আর রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন—

হৃদয়-আকাশে থাক নাজাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি। (সুরদাসের প্রার্থনা)

আরো পরে স্ফুলিঙ্গকাব্যে জানান—

আমার প্রেমরবিকিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে
তোমারে ঘেরে যেন।

হৃদয়-অরণ্য কিংবা বিষাদ-নরক থেকে এভাবেই রবীন্দ্রনাথপ্রেমের জ্যোতিঃস্বর্গে যাত্রা করেন। দান্তের সঙ্গে এখানেই তঁারসাধর্ম্য অনুভব করি আমরা।

দান্তেও জীবনানন্দ

রবীন্দ্রনাথকেলেখা একটি চিঠিতে (৩রা পৌষ, ১৩৩৭) জীবনানন্দ উঁচুজাতেররচনায় কেমন দুঃখ বা আনন্দের তুমুল তাড়না থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েবলেছিলেন—"দান্তের ডিভাইন কমেডির ভেতর কিংবাশেলির ভেতর serenityবিশেষ নেই।" আলো ও অন্ধকার দুই-ই যে সুন্দর, তাও জানান। এরপর কবিতারকথা গ্রন্থে শাশ্বত সাহিত্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মহাভারতও ডিভাইন কমেডি-র প্রসঙ্গ টেনে আনেন।"মহাভারতের তুলনায় দান্তের পটভূমি ছোট"স্বীকার করেও কবি বলেন, "কিন্তু দান্তে সময়ের দিক দিয়েআমাদের ঢের নিকটে।" তাঁকে তিনি "আধুনিকভাবপৃথিবীর পিতা" রূপেও অভিহিত করেন। এর থেকে আমরাবুঝতে পারি, জীবনানন্দ দান্তের কাব্য ও ভাবনা সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন।ফলে, তাঁর লেখায় সেই ভাবপৃথিবীর কবির ভাবচ্ছায়া যে পড়ে নি, এমনভাবার হেতু নেই। কী অর্থে দান্তে আমাদের ঢের নিকটে? দান্তেরকাব্যে একালের কবি ও মনস্বী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দেখেছেন,"পাপ-অপাপ, প্রেম-অপ্রেম, আলো-অন্ধকার, উপায়-উদ্দেশ্যকে"এবং "বিষয়ের অত্যন্ত কাছে কণ্ঠস্বরকে সন্নিবেশিত করারক্ষমতা ছিলো তাঁর"। (দ্র. শিল্পিত স্বভাব)।দান্তের কবিতার প্রধানআকর্ষণ—"প্রজ্ঞান-প্রেম-আলোর পারস্পরিকসম্পর্ক"। জীবনানন্দের কবিতায় পড়ি—

অন্ধকারে সবচেয়ে সে শরণ ভালো

যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গম্ভীর ভাবে আলো
অলোকরঞ্জনপুরগাতোরিও-র দৃষ্টান্ত টেনে এও দেখিয়েছেন পাপ-অপাপ,আলো-অন্ধকার জীবনানন্দর কবিতায় কতটা ছায়া ফেলেছে—

সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার আঁধারের থেকে
আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ
ভাবা যাক, ভাবা যাক
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শতজলঝর্ণার ধ্বনি!

এবিষয়ে বোধহয় সংশয় নেই, দান্তে-র বিয়াত্রিচে-প্রীতিই দেশ-দেশান্তরে কবিদের মানসী সন্ধানে কিংবা কাব্যের নায়িকা সন্ধানেপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি রচনা করেছিলেন আমরা দেখেছি। সেখানে জীবনানন্দ নাম-ধাম-পদবী সহনায়িকাকে উপস্থিত করেও শরীরী করেন নি। ধরা-অধরার রহস্যেআবৃতা তাঁর বনলতা সেন। "মুখ তার শ্রাবস্তীরকাকার্য" কিংবা "চুল তার কবেকার বিদিশারনিশা" বললে শরীরী মানবী মূর্ত হয় না ; চোখের দেখা তখনমনের দেখার সঙ্গে মিশে যায়। *Vita Nouva* কাব্যেদান্তে বিয়াত্রিচে সম্পর্কে তাঁর রূপানুরাগ ও প্রেম ব্যক্ত করেছেন। *Divine Comedy*-র Cantoll-তেকবি বিয়াত্রিচে সম্পর্কে লিখেছেন—

.....her eyes werebrighter than the star of day; and she, with gentle voice and soft Angelicallytuned,.....
(তার আঁখি দুটি তারাদের থেকে অধিক দীপান্বিতা,
আর শু ওর মৃদু ও শান্ত বাণী,
সে ভাষায় যেন দেবদূতী কোনও, স্বর-নিষ্যন্দিতা।
—শ্যামলকুমারগঙ্গোপাধ্যায়-এর অনুবাদ)

"পাখিরনীড়ের মতো চোখ" তুলে ধরা বনলতা সেন যেন এখানে বিয়াত্রিচেরপাশে এসে দাঁড়ায়। এই নীড়ের চিত্রকল্পও দান্তে-সঞ্জাত—

"Owearied spirits! Come and hold discourse
withus, if by none else restrained." As doves
Byfond desire invited, on wide wings
Andfirm, to their sweet nest returning home. (Canto -V)

পাখির চলা,ক্লান্তি, চত্র চংত্রমণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আমরা দান্তেরসৃষ্টিতে পাই। Canto VI-এcircle, showers, discolor'd water ইত্যাদিআছে। যেমন ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে কবি শকুনের পাখায় উড়ে যানকিংবা বৈতরণী তীরে আসেন। আবার পারাদিজো বা Paradise পর্বে দান্তে তাঁর মানসীরপ্রেরণায়, শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বলেন—"OLady! thou in whom my hopes have rest;" এবং তার মধ্যে দেখেন, "goodness, virtue owe and grace* ।আমরা নারীর প্রতি এমনই আকর্ষণ ও সম্ভ্রম দেখি জীবনানন্দে।

১. একটি মুহূর্ত যদিআমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।
২. গভীর বিস্ময়েআমি টের পাই—তুমি
আজো এইপৃথিবীতে রয়ে গেছ।
৩. তোমার আলোয় আলো হলাম
তোমারগুণে গুণ ;

এই নারীকে ভালোবেসেইজীবনানন্দ জেনেছেন নিখিল বিষের স্বাদ কেমন এবং অমৃতের জন্য প্রার্থনা ওজানিয়েছেন।

"সূর্যের উজ্জ্বল অনুভবে" চলতে চেয়েছেন।দান্তে তাঁর কাব্যের শেষে ভালোবাসা প্রসঙ্গে বলেছেন—"That moves the sun in Heaven and all the stars." জীবনানন্দদেখেছেন "অনাদি আলোর ভালোবাসা" এবং"অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্য সাগর"। এই"আলোপৃথিবী"-ই তাঁর Paradise.

তবু একজন কবি তোমর্ত্যে ও স্বর্গে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। দেখেন নরক-ও। জীবনানন্দ তাঁর"কেন লিখি" প্রবন্ধে জীবনের সেই আঘাটা-র কথাবলেছেন, আমরা জানি। তাঁর কাছে কবিতা "জীবনের স্বর্গ ও আঘাটাসবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটেপরিস্ফুট করে।" জীবনের ব্যর্থতা, অচরিতার্থতা, অকৃতকার্যতাএবং কামনার অপূর্ণতাই নরক। জীবনানন্দের জীবন ও কাব্যে এমন মর্মান্তিকঅভিজ্ঞতার অভাব নেই। একদিকে মূর্খ ও রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম ;অন্যদিকে অদ্ভুত আঁধারে যারা অন্ধ তাদের ভূমিকা গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।অর্থাৎ "অলঙ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব"।'নরক' শব্দটি সরাসরি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বহুবার ব্যবহারকরেছেন।

১. মানুষসর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিত— (মনোকণিকা)
২. বৈকুণ্ঠও নরকের থেকে তারা দুইজনে কতখানি দূর (সুবিনয়মুস্তফী)
৩. অরেঞ্জপিকোরঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে (সৃষ্টিরতীরে)
৪. চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করারচাবি
অসীমস্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরককীটের দাবি (অনন্দা)
৫. নরকেওমৃত্যু নেই—প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে ; (এই শতাব্দী সন্ধিতে মৃত্যু)
৬. —নরকের থেকে সিঁড়ি
এঁকেবেঁকেঘুরে বীতবর্ষণ কৃষ মেঘের মতো
নীলিমায় দূরে কোথায়মিশেছে। (চেতনা-কবিতা)

এই নরকদর্শনের সার কথা জীবনানন্দ এভাবে বলেছেন—
"পৃথিবীরসমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো।" একেইজীবনের আঘাটা বলা যায়।

ভার্জিল, মিল্টন,দান্তে—তিন কবির নরকদর্শন এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। ভার্জিলদেখেন এক মস্ত গুহা, যেখানে আছে "darklake and woodland gloom". আর মিল্টন দেখেন সেই ফার্নেস, যার "No light, but rather darkness visible."

আর দান্তে জানিয়েদেন—"All hope abandon, ye who enterhere." কেননা তাঁর দৃষ্ট নরকে আছে (Canto III) "Horrible languages, lamentation, blood,'mix'd with tears" এবং "disgustful wormsgather'd".

এই বিবমিষাময় অন্ধকারঅন্ধ জগৎ থেকে দান্তে উদ্ধার চেয়েছেন প্রেমে; দান্তেরঈশ্বরী হয়েছে বিয়াত্রিচে। যার অর্থ—'যে-নারী দেবাশিস্-ধন্যা'।তারই প্রেম ও কণায় দান্তে প্রায়শ্চিত্ত থেকে স্বর্গে যেতেপেরেছেন। সেক্ষেত্রে জীবনানন্দ হাজার বছর পথ হেঁটে পেয়েছেন বনলতাসেন-কে। তারপর তাকে হারিয়েছেন। দুটি ঝিযুদ্ধের আগুনের তাপে দগ্ধ হয়েদেখেছেন "সাতটি তারার তিমির"। যেখানে সুরঞ্জনাকোনো যুবকের সাথে অন্যত্র চলে যায়। এরপর আসে "বেলা অবেলাকালবেলা"। যেখানে নারীর মুখ ও প্রতিভায় কবি দীপ্তিমান হতেচান। স্বীকার করেন—

হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজেরজিনিস
হয়ে তুমি রয়ে গেছ। (জনান্তিকে)

এই ভালোবাসাতেই কবি হতে চান, হতেপারেন তিমিরবিনাশী এক আলোকপৃথিবীর কবি। ব্যর্থতার আঘাটা থেকেপ্রত্যাশার স্বপ্নস্বর্গে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com